সংবাদ

তারিখ 20 MAY 2013
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

শিক্ষক লাঞ্ছিত ছাত্রলীগ নেতার হাতে

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

ভর্তি বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে কবি কাজী নজরুল ইসলাম কলেজে ছাত্রলীগের নেতারা শিক্ষককে লাঞ্ছিত করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। শিক্ষক লাঞ্ছনার ঘটনায় ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষকে কক্ষে হয়েছে রুদ্ধদার বৈঠক। ছাত্রলীগই হোক আর যেই হোক, শিক্ষকদের সাথে অসদাচরণকারী ছাত্রের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া উচিত বলেন ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভাপতি।

রাজধানীর ঐতিহ্যবাহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম কলেজে দীর্ঘ দিন যাবৎ ভর্তি নিয়ে সরকারদলীয় ছাত্র নেতাদের উৎপাতে অতিষ্ঠ ভর্তিচ্ছুক ছাত্রছাত্রীদের থেকে শুরু করে শিক্ষকরাও। বিগত দিনে বিভিন্ন সময়ে কলেজে ভর্তির স্বাভাবিক প্রক্রিয়া বন্ধ করে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রেখে অধিক টাকা আদায় করে ছাত্রলীগের নেতারা ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি করিয়েছে বলেও অভিযোগ ছিল। এবার সেই ভর্তি বাণিজ্যকে শিক্ষক : পৃষ্ঠা ১৫ ক ২

শিক্ষক : লাঞ্ছিত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কেন্দ্র করেই খোদ ভর্তি কমিটির শিক্ষককেই মারল তারা। গত কয়েক দিন ধরেই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রি ভর্তি শুরু হয়েছে। এই ভর্তি প্রক্রিয়াকে সম্পন্ন করতে শিক্ষকদের নিয়ে একটি ভর্তি কমিটি গঠন করা হয়। নিয়ম অনুযায়ী ভর্তিচ্ছুক শিক্ষার্থীরা অনলাইনে আবেদন করবে। সেখান থেকে প্রথম ৩গ জনকে প্রাথমিক ভাবে ভর্তির জন্য ডাকা হবে। এবং সেই আবেদনের ক্রমানুসারে ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি করা হবে। কিন্তু কবি নজরুল কলেজে সরকার দলীয় ছাত্রনেতারা দেড়শ ছাত্র-ছাত্রীর আবেদন জমা নেয়ার পরেই আবেদন জমা নেয়া বন্ধ করে দেন। অভিযোগ উঠেছে, ছাত্র নেতারা অধিক টাকা নিয়ে ভর্তি করানোর জন্য ভর্তির এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়া বন্ধ করে দেয়। গতকাল ছাত্র নেতাদের কাছে জিজ্ঞেসা না করে ভর্তি কমিটির জয়েন্ট কনভেনার ও তুখোড় বিভাগের শিক্ষক এক ছাত্রকে ভর্তি করান। এই খবর পেয়ে কলেজের ছাত্র নেতারা ওই শিক্ষকের উপর চড়াও হয় এবং মারধর করে। এতে পুরো কলেজে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। পরে কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের কক্ষে অন্যান্য শিক্ষক ও ছাত্র নেতাদের নিয়ে দফায় দফায় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. রফিকুল ইসলাম সংবাদকে বলেন, শিক্ষকের সঙ্গে ছাত্রদের এই ঘটনাটি দুঃখজনক। এ ব্যাপারে কলেজের শিক্ষকদের নিয়ে বৈঠক করা হয়েছে। বিষয়টি মিমাংসা করা হচ্ছে। এ ঘটনায় জড়িত ছাত্রদের চিহ্নিত করা গেছে কি-না এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, যে শিক্ষকের সাথে ঘটনা ঘটেছে, তিনি তো তাদেরকে চিনেনই।

এদিকে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভাপতি এইচ এম বদিউজ্জামান সোহাগ সংবাদকে বলেন, ছাত্রলীগেরই হোক আর যে-ই হোক না কেন, যে ছাত্র শিক্ষকের সঙ্গে অসদাচরণ করবে তার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া উচিত। শিক্ষকদের সঙ্গে ছাত্রদের অসদাচরণ কোনভাবেই মেনে নেয়ার মতো নয়।